বাংলাদেশ প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি
EXPATRIATES DEVELOPMENT SOCIETY OF BANGLADESH
(প্রবাসীদের জীবনের মান উন্নয়ন ও সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্য)
www.expatriates-bangladeshi.org

Ref. EDSB 102/2009

February 19, 2009

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
জননেত্রী শেখ হাসিনা
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর সচীবালয়
তেজগাও, ঢাকা , বাংলাদেশ

বিষয়: ইতালীতে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও ভিসা প্রদানে অনিয়ম প্রসংগে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত কিছু প্রবাসী (NRB) মিলিত হয়ে ২০০২ সালে আমরা **বাংলাদেশ প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি** গঠন করি । আমাদের স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনের বহিবিশ্বে অবস্থানরত প্রবাসীদের সংগঠনের সাথে যৌথ সহযোগীতায় দেশে ও বিদেশে প্রবাসীদের সাহায্য সহযোগীতা জন্য কাজ করে আসছি। এই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা দেশে ও বিদেশে প্রবাসীদের কল্যানের ও আরো অধিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করে আসছি।

আপনি অবগত আছেন যে,

- প্রবাসী বাংলাদেশীরা আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। বহি:বিশ্বে আজ এই বাংলাদেশের সোনার ছেলেরা নিজ মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লগিয়ে নিজেদের সু প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং একই সাথে ৮০ লাখ প্রবাসী তাদের শ্রমার্জিত রেমিটেন্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি করেছে সুদৃড় ।
- ইতালীতে বর্তমানে এক লাখ প্রবাসী (NRB) যাদের বৈধ রেমিটেন্স কন্ট্রিবিউশন ৩০০ মিলিয়ন ডলারের ছাড়িয়ে গেছে।
- আমারা প্রবাসীর বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশে যোগন দাতা । আমাদের প্রবাসী জীবনে দুখ দুর্দশার সীমা নেই। আমাদের দু:খ কষ্টের কথা বলা কোন যায়গা নেই। আমরা প্রবাসী হলেও এই দেশের নাগরিক। নাগরিক হিসাবে আমাদের সকল চাওয়া পাওয়া আমাদের সরকারের কাছে। সেই সুবাদে আমাদের কিছু সমস্যার কথা আপনার কাছে তুলে ধরছি এবং একই সাথে বাংলাদেশ হতে যারা ইতালীতে কর্মপ্রত্যাসী তাদের বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে আপনার সরকারের সৃদৃস্টি কামনা করছি।

Head Office : Section 6, Block D, Road, 8, House 13, Mirpur, Dhaka, Bangladesh
Tel. +88 02 8034125, Fax. 8034125, Email. info@expatriates-bangladeshi.org
www.expatriates-bangladeshi.org

১) ইতালী ও বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন বিষয়ক সহযোগীতা স্মারক :

- ১৯৯৮ সালে ইতালীতে আমাদের সহযোগী সংগঠন ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতির পক্ষ হতে ইতালীয়ান ইমিগ্রেশন আইন নং ৪০/৯৮ কয়েকটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ সহ ইতালীয় শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকদের প্রেরনের সম্ভাব্যতা ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন কল্পে ততকালিন ইতালীতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্টদূত মোহাম্মদ জমির এর মাধ্যমে আপনার বরাবর আবেদন জানানো হয়েছিল।
- ২০০০ সালে ততকালীন সরকার প্রধান হিসাবে আপনি ইতালীতে রাষ্ট্রিয় সফরে গেলে, ইতালীতে আমাদের সহযোগী সংগঠন ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতির পক্ষ হতে ইতালীয় শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকদের প্রেরনের সম্ভাব্যতা ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন কল্পে একটি লিখিত সুপারিশ ততকালিন ইতালীতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্টদূত জিয়াউদ্দিন এর মাধ্যমে আপনার বরাবর আবেদন জানানো হয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রনালয় ফাইল **Ref. IM 8/11/1998/10/07/2000**
- পরবর্তীতে ২০০১/ ২০০২/ ২০০৩ সালে ইতাল বাংলা সমিতির অবিরাম তথ্য যোগান ও বাংলাদেশ দূতাবাস মাননীয় রাষ্টদূত জিয়াউদ্দিন কতৃক প্রয়োজনীয় কুটনৈতিক উদ্দ্যেগ গ্রহনের ফলে ২০০৩ সাল হতে ইতালী সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রতি বছর কোটার ভিত্তিতে ইতালীতে যাবার সুযোগ প্রদান করে । শ্রমমন্ত্রনালয় ফাইল রেফারেন্স ১১/বিবিধ/১/২০০১/৮৪৯ ও ৮৭২

২) ইতালীতে এক লাখ বাংলাদেশী মাইগ্রান্ট শ্রমিক (স্থায়ী মাইগ্রান্ট রেসিডেন্ট ক্যাটাগরী):

ক) বর্তমানে ইতালীতে Permanet residence permit নিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস ও কর্মরত বাংলাদেশী রেসিডেন্ট এর সংখ্যা প্রায় ১০০,০০০ (এক লাখ)। ২০০৩ সালে ইতালীতে বৈধ ইমিগ্রান্ট বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। বাংলাদেশ ও ইতালী সরকারের সাথে কুটনৈতিক ততপরতার সফলতার সুবাদে মাত্র ৬ বছরে বৈধ স্থায়ী বাংলাদেশী কর্মীর সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে ২০০৮ সালে এক লাখ অতিক্রম করেছে।

খ) ২০০৩ সাল হতে ততকালীন ইতালীয় বেরলুসকনী সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ইমিগ্রশন বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার প্রেক্ষিতে বিগত ছয় বছর যাবত ইতালীর শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য প্রতি বছর কোটা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আকারে বাংলাদেশী নাগরিকদের কাজের মাধ্যমে স্থায়ী অভিবাসন সুযোগ দিয়ে আসছে। **২০০৩ সালে ৩০০ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের জন্য প্রথমবারের মত কোটা বরাদ্দ দেয়া হয়।**

গ) ২০০৪ সালে ১৫০০ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের জন্য কোটা বরাদ্দ দেয়া হয়।
ঘ) ২০০৫ সালে ১৫০০ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের জন্য কোটা বরাদ্দ দেয়া হয়।
ঙ) ২০০৬ সালে ৩০০০ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের জন্য কোটা বরাদ্দ দেয়া হয়।

২০০৬ সালে ইতালীয় সরকারী শ্রমিক আমদানী নীতির অধিনে কোটা মাত্র তিন হাজার হলেও ইতালীয় কর্মদাতার ঐ বছর প্রায় ৩০.০০০ বাংলাদেশী শ্রমিক এর জন্য আবেদন করে ছিল। ২০০৬ সালে ইতালীতে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বামপন্থী রোমানো প্রদি সরকার গঠন করার পরে ২০০৬ সালে যত শ্রমিক জন্য আবেদন জমা হয়েছিল এক সরকারী অধ্যাদেশ জারি করে এবং বিদেশী শ্রমিক এর জন্য আবেদন অনুমোদন প্রদান করে। এই সুযোগে ২০০৬/২০০৭ সালে মাত্র একবছরে প্রায় ২০/ ২৫ হাজার শ্রমিক ইতালীতে কাজের মাধ্যমে স্থায়ী অভিবাসনের সুযোগ পায়।

৩) ২০০৭ সালে প্রায় ৭৮ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিকের জন্য আবেদনঃ

ক) ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত তৃবার্ষিক আমদানী নীতির দিক নির্দেশনা মোতাবেক ইতালীর শ্রমবাজারে প্রতি বছর গড়ে সাড়ে তিন লাখ বিদেশী শ্রমিকের চাহিদা আছে । যার অর্ধেক বর্হিবিশ্ব থেকে আমদানী করা হয় এবং অবশিষ্ট ইউরোপিয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশের নাগরিকদের জন্য রাখা হয়।

খ) ২০০৭ সালে সারা বিশ্বেও জন্য ১৭০ হাজার শ্রমিক আমদানীর সরকারী অনুমোদনের বিপরিতে সারা বিশ্বের প্রায় ৭ লাখ শ্রমিক আমদানীর জন্য ইতালীয় মালিকরা আবেদন করে। **এর মধ্যে বাংলাদেশীদের জন্য সংরক্ষিত ৩.০০০ শ্রমিকের কোটা প্রদান করা হলে ঐ বছর প্রায় ৭৮ হাজার আবেদন জমা হয়। আবেদন জমার সংখ্যা দিক থেকে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশী শ্রমিকের আবেদন অবস্থান দ্বিতীয়।**

গ) ২০০৭ সালের কোটার অংশ হিসাবে ইতি মধ্যে ৩০০০ শ্রমিক ইতালী গমন করেছে অথবা ভিসার প্রাপ্তির জন্য দূতাবাসে আবেদন করে অপেক্ষা করছে।

৪) ২০০৮ সালে ৭৫ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিকের জন্য সম্বাবনাঃ

ক) ২০০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে ইতালীয় সরকার নতুন **১৭০ হাজার জন শ্রমিক** আমদানী সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করে। উল্লেখিত প্রজ্ঞাপনে ২০০৮ সালে নতুন আবেদন জমার সুযোগ না দিয়ে ২০০৭ সালের জমাকৃত ৭ লাখ আবেদনের অবশিষ্ট আবেদনের নিশপত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ জারি করা হয়। ফলে সরকারী ভাবে আরো ৩০০০ বাংলাদেশী শ্রমিককের জন্য নিশ্চিত সুযোগ সৃস্টি হয়েছে যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ) এ সময় ইতালী সরকারের সাথে কুটনৈতিক ততপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চে্ষ্টা চালালে হাজার হাজার বাংলাদেশী ইতালীতে কর্মসংস্থান এর সুযোগ পেতে পারবে। এ বিষয়ে এখনই সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

৫) অবৈধ বাংলাদেশী ও তাদের রক্ষার্থে ইতালীতে বাংলাদেশী সংগঠন সমূহের কার্যক্রম:

- ২০০৭ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় মোট প্রায় ১৩ হাজার বাংলাদেশী বিভিন্ন করানে অবৈধ ভাবে বসবাস করছিল। বর্তমানে ধরনা করা হচ্ছে এই সংখ্যা ২০/২৫ হাজার হতে পারে।
- ২০০২ সালে কাজের মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইতালীত প্রায় ৭ লাখ বিদেশী শ্রমিক স্থায়ী ভাবে বসবাস করার অনুমতি লাভ করে। তার পর হবে অদ্য পর্যন্ত আর কোন লিগালাইজ বা ইমিগ্রেশন ক্ষমার সুযোগ দেয়া হয় নাই। বর্তমান ইতাল সরকার এর রাজনৈতিক চরিত্র ও অথনৈতিক অবস্থার বিচার বিশ্লেশন ও কর্মবাজারের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সহসা অবৈধ অবস্থানকারী শ্রমিকদের কোন প্রকার সাধারন ক্ষমা দেবার সুযোগ আছে বলে আমাদের মনে হয় না।
- ২০০৭ সালে ১৫ই নভেম্বর বাংলাদেশের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ "সিডর" আঘাতে যখন বাংলাদেশ ব্যপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ঠিক সেই সময় ইতালীতে অবৈধ অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মানবিক কারনে থাকার অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে ইতালীর সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। বাংলাদেশীদের সংগঠন সমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানবীক আশ্রয় এর দাবী একটি আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়।
- আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বদান কারী বাংলাদেশী সংগঠন সমূহের সম্মিলিত রাজনৈতিক তৎপরতার প্রেক্ষিতে তিন মাসের মধ্যে ইতালী সরকার বাংলাদেশীদের সমস্য বিবেচনায় এনে সকল বাংলাদেশীদের সাময়িক ভাবে সকল বহিষ্কার আদেশ স্থগিত করে এক সার্কুলার জারি করে এবং মানবিক আশ্রয়ের জন্য ১৩.০০০ বাংলাদেশীকে আবেদন জমার জন্য সুযোগ করে দেয়। ফলে ফ্রেব্রুয়ারী ২০০৭ পর্যন্ত যারা অবৈধ ভাবে অবস্থান করছে তার সকলেই আইনী প্রক্রিয়াতে নিরাপদ আছে। এবং আরো ২/৩ বছর এভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে। ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত আরো ১০/১২ হাজার নতুন অবৈধ ভাবে অবস্থানকারী ইতালীতে প্রবেশ করেছে। সার্বিক হিসাবে বর্তমানে ইতালীতে ২০/২৫ হাজার অবৈধ রয়েছে।

Global climate change এর প্রেক্ষিতে ভৌগলিক ভাবে বাংলাদেশ ও তার নাগরিকবৃন্দ ব্যপক ক্ষতির শিকার হয়ে আসছে । প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিলিন হয়ে এই দেশের মানুষ ও সরকার নিঃস্ব হচ্ছে। উন্নত বিশ্বর রাস্ট্রগুলি এর জন্য দায়ী। আমরা মনে করি এই ইস্যুটি আন্ত র্জাতিক ফোরামে সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে কাজে লাগিয়ে ইতালী সহ বিশ্বের সকল দেশ গুলিতে যে কানে অবৈধ বাংলাদেশী আছে তাদের ব্যাপরে সহানুভুতি আদায় করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। ইতালীতে বসবাসরত ২০/২৫ হাজার বাংলাদেশীকে মানবিক কারনে আশ্রয় প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার প্রয়োজনীয় ততপরতা গ্রহন করতে পারে। একই সাথে অবৈধ প্রবাসীদের সেই দেশ গুলিতে স্থায়ী করাতে সরকারের পরিকল্পিত কুটনৈতিক ততপরতা ও প্রবাসে বাংলাদেশী সংগঠন সমুহের প্রতি সরকারের সহায়তা করা প্রয়োজন।

৬) ইতালীতে কৃষি ও টুরিজম সেক্টরে সিজনাল শ্রমবাজার (অস্থায়ী শ্রমিক ক্যাটাগরী):

উল্লেখিত স্থায়ী কাজের পাশে ইতালীকে কৃষি কাজ ও টুরিজম সেক্টরের রেস্টরেন্ট হোটেল এর শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে ২০০১ সাল হতে প্রতি বছর হাজার হাজার শ্রমিক ইতালীতে সিজনাল কাজের জন্য আমদানী করে আসছে। আমাদের ইতালীতে আমাদের পাটনার সংগঠন ইতাল বাংলা সমন্নয় ও উন্নয়ন সমিতির তাগিদ, প্রয়োজনী তথ্য সরবারাহ, সহযোগীতা ও বাংলাদেশ দূতাবাস ইতালীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ২০০৬ সাল হতে ইতালীর সিজনাল শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকে নেয়ার সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়।

ক) ২০০৬ সাল হতে বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য সিজনাল (নন অভিবাসী) কাজের ক্ষেত্র উন্মোচিত হয় এবং সীমিত সময় চুক্তি ভিত্তিক (সবোর্চা নয় মাস) কাজের সুযোগ অনুমতি প্রদান করে আসছে।

খ) সিজনাল শ্রমিক এর কোন কোটা নির্দিষ্ট না থাকায় এই ক্যাটাগরীতে প্রতি বছর ১০/১৫ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক ইতালীতে কাজ করতে যাবার সুযোগ রয়েছে এমনকি বিগত ২০০৬-২০০৭ এই দুই বছরে ২০/২৫ হাজার শ্রমিক ইাতালীতে কাজ করতে যাবার সুযোগ হয়েছে।

গ) ২০০৮ সলে আমাদের ধারনা এই ক্যাটাগরীতে আরো ১৫/২০ হাজার ওয়ার্ক পারমিট পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যার একটি বড় অংশ ইতিমধ্যে ভিসা নিয়ে ইতালী কাজ করতে চলে গিয়েছে। আরো উল্ল্যেখ্য যোগ্য সংখ্যাক শ্রমিক ভিসার অপেক্ষায় আছে। ভিসার অপেক্ষায় আছে তার সংখ্যা ৫/৭ হাজার এর কম নয়।

ঘ) ২০০৯ সালে আরো ৮০ হাজার বিদেশী শ্রমিক সিজনাল কাজের জন্য নেয়া হবে যা ইতিমধ্যে সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ইতালীর ইমিগ্রেশন আইনের মতে : "একজন সিজনাল শ্রমিক এক সিজন কাজ করার পরে কাজের চুক্তির মেয়াদান্তে দেশে ফিরে আসবে। যে শ্রমিক ফিরে আসবে সে শ্রমিকের পরবর্তি বছরে কাজের অগ্রাধীকার পাবে। আর পরপর দুই সিজন কাজ করতে পারলে অর্থাত মোট ১২ মাস কাজের প্রমান থাকলে সে ইতালীতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার অনুমিত পেতে পারে। " **দু:খজনক হলে সত্য যে, সরকারী মনিটরিং ও তথ্যকেন্দ্র না থাকায়, যারা এই ভিসা নিয়ে ইতালীতে যাচ্ছে তারা ফিরে না এসে অবৈধ ভাবে ইতালীতে বসবাস করছে । এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ লক্ষ্য দেয়া প্রয়োজন।**

• ইতালীর শ্রমবাজারে রাজনৈতিক প্রভাব:

• ২০০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে বামপন্থি প্রদি সরকার পার্লমেন্টারী কোলিশন ভেঙ্গে গেলে সরকার ভেঙ্গে যায়। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে **চরম ডান পন্থি ইমিগ্রান্ট বৈরী রাজনৈতিক দল "লেগা নর্দ"** এর সমর্থন নিয়ে পার্লামেন্টে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচিত হয়ে বর্তমান নেতা সিলভিও বেরলুসকনি

সরকার গঠন করে। **ইতালীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এর দায়ীত্বে নিয়েজিত বর্তমান মন্ত্রী রবেতো মারনী তিনি চরম ডান পন্থি ইমিগ্রান্ট বৈরী রাজনৈতিক দল "লেগা নর্দ" এর একজন শীর্ষ নেতা।**

- উল্লেখ্য যে বর্তমানে **"লেগা নর্দ" এর বিদেশী শ্রমিক বিদ্বেষী** রাজনৈতিক প্রভাবে পড়তে শুরু করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে ইতালীতে ইমিগ্রেশন নীতির ব্যপক নেতীবাচক পরিবর্তন শুরু হয়। ফলে বর্তমানে ইতালীতে অবৈধ শ্রমিক ধরপকড় ও বৈধ অভিবাসীদের প্রতি ব্যপক হয়রানী মুলক আচরন ও রেসিষ্ট ততপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে চলতি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে বর্তমানে ইতালীর আভ্যন্তরিন শ্রমবাজারের ব্যপক হারে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বিদেশী শ্রমিক আমদানী ক্ষেত্রে। সরকার এই বিষয়ে ধীরে চল নীতি অবলম্বন করছে।
- তার পরেও ২০০৯ সালের ইতালীতে ৮০ হাজার সিজনাল শ্রমিক আমদানীর লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সরকারী খসরা প্রনিত হয়েছে। যা ফেব্রয়ারী / মার্চ মাসের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আমরা ধারনা করছি। এ থেকে প্রমানিত হয় যে, বিশ্ব বাজারে অর্থনৈতিক মন্দ ও বেকারত্ব এই নীম্ন শ্রেনীর কর্মবাজারে কোন প্রভাব ফেলে না বরং যথাসময় এই শ্রেনীর কর্মী পাওয়া না গেলে এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট বিপর্যয় আসতে পারে তাই সরকরের মধ্যে ইমিগ্রেশন বিরোধী মনোভাব থাকার পরেও তারা শ্রমিক আনতে বাধ্য।

৭)ঢাকায় ভিসা প্রসেসিং সেন্টারের কতৃক ভিসা প্রত্যাসীদের হয়রানী ও ঢাকায় ইতালীয়ান দূতাবাস কতৃক অনিয়মঃ

ঢাকায় ইতালীয়ান দূতাবাস সকল ভিসা প্রসেসিং এর জন্য একটি বিদেশী কোম্পানীর মাধ্যমে করিয়ে থাকে। Plot 2/A, Road no 138, Block SIC, Gulshan 1 এ অবস্থিত VFS Global - Italian Visa & Legalization Application Centre নামক এই কোম্পানীর, অফিসের মাধ্যমে সকল বাংলাদেশীদের ইতালী ভিসা আবেদন প্রসেসিং করে থাকে ।

১) Visa & Legalization Application Centre VFS Global নামক এই বিদেশী কোম্পানীর ইতালীয়ান ভিসা প্রসেসিং এর দায়ীত্বে নিয়োজিত ভিসা প্রসেসিং এর জন্য এই কোম্পানীটি ভিসা ফি ব্যাতিরেকেও সার্ভিস ফি গ্রহন করে।

২) আমরা নিজেরাও তা সারে জমিনে প্রমান পেয়েছি যে, উল্লেখিত সেন্টার হতে ভিসা আবেদনকারীকে কোন প্রকার তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করা হয় না। এজেন্সির কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের আচার ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। আমাদের কাছে ভিসা আবেদকারদের পক্ষে হতে অৎস্র অভিযোগ আছে। জনসাধারনের সেবার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সাধারন জনগনের সাথে দুর্ব্যবহার করবে তা অবশ্যই কারো কাম্য হতে পারে না।

৩) দেখা যায়ে একজন ভিসা আবেদনকারীকে বিনা কারনে বারবার এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয় । এমন কি দীর্ঘ ৪/৫ মাস পরে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দুর শহর হতে ভিসা প্রত্যাসীগন আসার পরে তাদের আবার নতুন এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়। যাতে করে ভিসা আবেদনকারীদের দুভোগের শেষ থাকে না। এ ব্যাপারে তাদের কাছে জানতে চাইলে সঠিক কোন তথ্য দেয়া হয় না। এ ভাবে মাসের পর মাস ভিসা প্রত্যাসীদের হয়রানী করা হচ্ছে।

৪) সম্প্রতি আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, বিগত কয়েক মাস যাবত ভিসা প্রসেসিং সেন্টারের মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিট আবেদনকারীদের ৮/১০ মাস ঘুরিয়ে ভিসা প্রদান না করে পাসপোর্ট ভিসা প্রদান ছাড়াই আবেদন কারীকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। গত কয়েক মাসে ফেরত প্রদত্ব ওয়ার্ক ভিসা পাসপোর্ট সংখ্যা প্রায় ২০০০ হতে ২৫০০ জন ।

৫) বর্তমানে জমাকৃত আবেদন যা দীর্ঘ ৭/৮ মাস এমন কি বছরেরও অধিক সময় যাবত পড়ে আছে তার সংখ্যা হবে ২/৩ হাজার।

৬) উল্লেখিত ওয়ার্ক পারমিট ভিসা ছাড়াও কয়েক হাজার প্রবাসী পবিবার ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতালীয় দূতাবাস ও তার প্রসেসিং সেন্টারের বিভিন্ন প্রকার হয়রানীর শিকার হয়ে দারে দারে সাহায্যর প্রত্যাসায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দূতাবাসের বা তাদের এজেন্টর বিরুদ্ধে কিছু বলা সুযোগ নেই বা এসকল ব্যাপার দেখার কেহ নেই।

৭) পাসপোর্ট ফেরত প্রদানের সাথে দূতাবাস কেন পাসপোট ফেরত দেয়া হল তার কোন কারন ব্যাক্ষা অথবা তথ্য পত্র প্রদান করে না।

৮) উল্লেখ্য যে, ইতালীয় আইন সরকারী দফতরের কর্মকান্ডে ট্রান্পারেন্সি সংক্রান্ত একটি নীতিমালা যার রেফারেন্স আইন ২৪১/১৯৯৯ এর ১,২,৩,৪,৫ ধারায় পরিস্কার বনিত আছে যে,

"যে কোন আবেদনকারীর আবেদন যুক্তি সংগত কারনে অগ্রাহ্য হলে সরকারী কর্মকর্তা অবশ্যই লিখিত ভাবে আবেদন কেন অগ্রাহ্য হয়েছে তার কারন উল্লেখ্য করে আবেদন কারীকে লিখিত ভাবে নোটিফিকেশন করবে এবং একই সাথে নোটিফিকেশনের দিন হতে ৬০ দিনের মধ্যে সেই আবেদনের বিরুদ্ধে প্রশাষনিক আদালতে আপিল করার সুযোগ প্রদান করার বিধান রয়েছে। প্রশাসনিক আদালত যদি তা অগ্রাহ্য করে তার পরেও উচ্চতর আদালতে তার বিরুদ্ধে আপিল করার বিধান রয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতে তা অগ্রাহ্য করলে তা চুড়ান্ত ভাবে বাতিল বলে গন্য হবে।"

৯) ইতালীয়ান দূতাবাস এই নিয়ম বিগত দিনে প্রয়োগ করে এসেছে। কিন্ত সম্প্রতি নতুন এই বিদেশী কোম্পানীকে ভিসা প্রসেসিং এর কাছে দায়ীত্ব প্রদানের পর হতে অজ্ঞাত কারনে ইতালীয়ান দূতাবাস উল্লেখিত আইন অমান্য করে আসছে।

১০) ইতালীর কাজের ভিসা আমাদের দেশের শ্রমিকের জন্য একটি বিশাল সপ্ন। এর পিছনে সচরাচর অনেক অর্থ ব্যায় হয়। দূতাবাস হতে পাসপোট ফেরতৎ পাওয়ার কারনে হাজার হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক

ভয়াবহ পরিস্থতির শিকার। বর্তমানে প্রায় ৭/৮ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিকের ভবিষ্যৎ এক চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে এবং তারা চরম হতাসায় নিমজ্জিত হয়ে প্রতিদিন দূতাবাসে ও তার ভিসা প্রসেসিং সেন্টারে ঘোরফিরা করছে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী,

উল্লেখিত বিষয়গুলির আলোকে অসহায় ইতালী অভিমুখে কর্ম প্রত্যাশী শ্রমিকদের পক্ষ হতে আমাদের বিনীত আবেদন এই যে,

১) আমাদের প্রদত্ব তথ্যও গুরুত্ব বিচার বিশ্লেশন পূর্বক অনতি বিলম্বে বাংলাদেশে ও ইতালীর রাষ্ট্রিয় আন্তরিক ও বন্ধুত্বপুর্ন সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখে কুটনৈতিক ততপরতার মাধ্যমে হাজার হাজার বাংলাদেশী শ্রমিকদের ইতালীতে কর্মসংস্থান সুযোগ কাজে লাগাতে যথাযথ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হউক।

২) যুক্তি সংগত কারনে ইতালী দূতাবাস ভিসা প্রদান করতে অপারগ হলে ইতালীয় আইনের নীতি অনুসরন পূর্বক আবেদকারীকে লিখিত অগ্রাযা পত্র (refusal letter) প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক।

৩) বিদেশী দূতাবাস তাদের diplomatic immunity থাকার ফলে চাইলেই আমরা সকল বিষয়ের সমাধান পবো না। এটা যেমন সত্য তেমন ভাবে আমরা যারা প্রবাসী অবশ্যই সেই দেশের নাগরিক সামাজিক ও প্রশসনিক অধিকারের সাথে সংস্লিস্ট বিষয়ে আমরা সেই দেশের আদালতের শরনাপন্ন হতে পারি। যাতে করে শ্রমিক অথবা তার মলিক আদালতের মাধ্যমে পেন্ডিং সকল ভিসা আবেদন নিশ্পত্তি করা যেতে পারে।

৪) সরকারের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যান মন্ত্রনালয়ের সংস্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয় এর মাধ্যমে ইতালীসহ বিভিন্ন দেশে কর্মপ্রত্যাশীদের এ যাবতীয় সমস্য সমাধানের লক্ষ্যে আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে সরকারী ভাবে একটি মনিটরিং সেল গঠন করে তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হউক ।

৫) আমরা ইতি মধ্যে ইতালীয় দূতাবাসের কাছে উল্লেখিত সমস্য তুলে ধরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের লক্ষ্যে আবেদন জানিয়েছি। আবেদনের একটি কপি সংযুক্ত করে দেয়া হলো।

৬) **সর্বপরি সরকারের নজরদারী বৃদ্ধি হলে অব্যাহত কুটনৈতিক ততপরতার মাধ্যমে ২০০৭/২০০৮ সালে ইতালীয় মালিকদের দ্বারা জমাকৃত ৭৫ হাজারের আবেদন এর মধ্যে হতে বিশাল একটি সংখ্যা বাংলাদেশী শ্রমিকদের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হউক।**

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানচ্ছি যে, আমরা বাংলাদেশে ও ইতালীতে আমাদের সহযোগী সংগঠন ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি, বাংলাদেশ সমিতি ইতালী ও ধুমকেতু সোসাল অগানাইজেশন যৌথ ভাবে ইতালীতে এবং বাংলাদেশে এ জাতীয় সমস্যায় যে কোন প্রকার আইনী ও কারিগরি সহযোগীতা করতে প্রস্তুত আছে। এ ব্যাপারে সরকারের যে কোন নির্দেশ বাস্তাবায়নে আমরা সর্বপ্রকায় সহযোগীতা করতে প্রস্তুত আছি।

বাংলাদেশ প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি
EXPATRIATES DEVELOPMENT SOCIETY OF BANGLADESH
(প্রবাসীদের জীবনের মান উন্নয়ন ও সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্য)
www.expatriates-bangladeshi.org

পরিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার দিন বদলের রাজানীতির ডাকে তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সপ্ন বাস্তবায়নে, সারা দেশের মানুয়ের সাথে প্রবাসীদেরও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। প্রবাসীদের উন্নত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগাতে ও দেশ গড়ার কাজে সমপৃক্ত করতে আপনার পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। আগামীতে প্রবাসীদের ভোটের অধিকার বাস্তবায়ন ও সংসদে প্রবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রদানের মাধ্যমে সরকারের কাজের সাথে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে একটি দক্ষ আধুনিক ডিজিটাল প্রশাষন গড়ে তুলে ভিশন ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলে বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাড় করবেন। দেশে ও বিদেশে বাংলার মানুষের সুখ সমৃদ্ধি অর্জনে আল্লাহ আপনার সহায় হউন। আপনার সু স্বাস্থ ও দীর্ঘায়ু কারনা করছি।

বিনীত আবেদনে

শাহ মো: তাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

সংযুক্ত:

১) ঢাকাস্থ ইতালী দূতাবাসে প্রেরিত চিঠির কপি।
২) ইতালীর আইনের কপি।
৩) বাংলাদেশ প্রবাসী উন্নয়ন সমিতির সংঘ স্মারকও গঠনতন্ত্রর কপি।

অনুলিপি প্রেরন :

১) মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২) মাননীয় শ্রমমন্ত্রী
বাংলাদেশ সচীবালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩) মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী
বাংলাদেশ সচীবালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
বাংলাদেশ সচীবালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৫) মাননীয় আইন মন্ত্রী
বাংলাদেশ সচীবালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬) মাননীয় রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন
বাংলাদেশ দূতাবাস রোম, ইতালী

Head Office : Section 6, Block D, Road, 8, House 13, Mirpur, Dhaka, Bangladesh
Tel. +88 02 8034125, Fax. 8034125, Email. info@expatriates-bangladeshi.org
www.expatriates-bangladeshi.org